যায়যায়দিন

তারিখ 01 APR 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম

মাধ্যমিক স্তরের ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ ছাত্রী উপবৃত্তির বাইরে থাকছে

যাযাদি ডেস্ক

মাঠ পর্যায়ে শিক্ষকদের অনিয়ম এবং কঠোর শর্ত আরোপের কারণে মাধ্যমিক স্তরের ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ ছাত্রীই উপবৃত্তির আওতার বাইরে থাকছে। বিডিনিউজ।

এ ব্যাপারে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্পের পরিচালক আবদুর রাজ্জাক জানান, মেয়েদের বিদ্যালয়গামী করার উদ্দেশে বৃত্তি পাওয়ার শর্ত শিথিল ছিল বলে গ্রামের স্কুলে ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে। এখন শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বলে কেবল মেধাবীরাই এ বৃত্তি পাচ্ছে।

তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ আমরা শুনেছি। শিক্ষকদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে খাতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ধরা পড়লে এমপিও বাতিল করা হবে।

প্রকল্পের এক কর্মকর্তা বলেন, উপবৃত্তির পাশাপাশি টিউশন ফি পাওয়ার উদ্দেশে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নাম্বার বাড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ প্রায়ই পাওয়া যায়। এ অভিযোগে সম্প্রতি বরিশালের বেতাগি উপজেলার একটি স্কুলের এমপিও বাতিল করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রকল্পের ওই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, এ প্রকল্পের টার্গেট ছিল দরিদ্র ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দেয়া। কিন্তু এরা প্রকল্পের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের অবস্থা খুবই খারাপ। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ৩০ লাখ ছাত্রী আছে। কিন্তু পৃ: ১১ ক: ৭

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের ৬০ থেকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সবাইকে বৃত্তি দেয়া যাচ্ছে না। ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ ছাত্রী বৃত্তি পাচ্ছে। নাম্বারের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ ও অনিয়মের কারণে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বাদ পড়ছে।

প্রকল্প পরিচালক আবদুর রাজ্জাক বলেন, গরিব শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দেয়ার জন্য 'প্রো পুওর টার্গেট প্রজেক্ট' নামে আরো একটি প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চলছে। বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংক ১১৯টি উপজেলায় এ প্রকল্প পরিচালনা করছে। ১০ ভাগ গরিব মেধাবী ছাত্রকেও বৃত্তি দেয়া হবে এ প্রকল্প থেকে। এটি সফল হলে সরকার সারা দেশেই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে।

এদিকে ২০ মার্চ থেকে সারা দেশে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেয়া শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে সারা দেশে মোট ১২ লাখ ছাত্রীকে বৃত্তির টাকা দেয়া হবে। ৩০২টি উপজেলার ১৫ হাজার ৩৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীকে মোট ৪৬ কোটি টাকা দেয়া হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা মাসে ২৫ টাকা, সপ্তম শ্রেণী ৩০ টাকা, অষ্টম শ্রেণী ৩৫ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ৬০ টাকা হারে বৃত্তি পাবে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম কিস্তিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৯৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৮৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

উপবৃত্তির বিপরীতে প্রতিটি ছাত্রীর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ১৫ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য ২০ টাকা হারে টিউশন ফি দেয়া হয়। এছাড়া নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থীদের বই কেনার জন্য ২৫০ টাকা এবং এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য ৫৫০ টাকা বৃত্তি দেয়া হয়। ১৩ বছর ধরে একই হারে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে।

ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্ত হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে ৭৫ ভাগ উপস্থিতি, পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ ভাগ নাম্বার অর্জন এবং এসএসসি পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা।

১৯৯৪ সালে দেশে প্রথম মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তির কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৫ সালের ৩০ জুন প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ওই বছরের ১ জুলাই। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।